গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর

শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন

সভাপতি ঃ জনাব আসাদুর রহমান কিরণ
মেয়র (ভারপ্রাপ্ত)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর

সভার স্থান ঃ মাজুখান বাজারের উত্তর পার্শ্বে খোলা মাঠ, ৪০ নং ওয়ার্ড, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
তারিখ ঃ ১৬/০৩/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
সময় ঃ বিকাল ০৩.০০ ঘটিকা ।

জাইকা সাহায্যপুষ্ট "সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট" কর্তৃক প্রণয়নকৃত ICGIAP এর ক্ষেত্র ১ তথ্য উন্মুক্তকরণ ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করা কার্যক্রমের ১.৪ এর কর্ম অনুযায়ী "জনতার মুখোমুখি সিটি কর্পোরেশন"/Mass Public Meeting অনুষ্ঠান আয়োজনের শর্ত মোতাবেক প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতিতে **"পরিচ্ছন্ন নগরায়নে নগরবাসীর ভূমিকা ও সিটি কর্পোরেশনের করনীয়"** প্রতিপাদ্য বিষয়টির ওপর জনাব আসাদুর রহমান কিরণ, মাননীয় মেয়র(ভারপ্রাপ্ত),গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন মহোদয় জনতার মুখোমুখি প্রশ্ন-উত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সিটি কর্পোরেশনের সচিব, সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, সহকারী সচিবসহ কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সিজিপি প্রকল্পে পরমর্শকগণ উপস্থিত ছিলেন।

পবিত্র কোরআন তেলওয়াতের মাধ্যমে সভার কাজ আরম্ভ হয়। স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র ওয়ার্ডের সম্মানিত কাউন্সিলর জনাব মোঃ আজিজুর রহমান শিরিষ। তিনি উপস্থিত মাননীয় মেয়র(ভারপ্রাপ্ত), জনাব আসাদুর রহমান কিরণ সহ মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিদের ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। পর্যায়ক্রমে মঞ্চে উপবিষ্ঠ সদস্যদের মধ্যে হতে সম্মানিত কর্মকর্তা,গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্য প্রদান করেন। প্রকল্পের কার্যক্রম ও সিটি কর্পেরেশনের বিভিন্ন চলমান কাজের আলোচনা করেন।

বক্তব্য পর্ব সমাপ্তির পর মাননীয় মেয়র(ভারপ্রাপ্ত) মহোদয় উপস্থিত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার উপস্থিতিতে সূধীবৃন্দের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। বক্তব্যে তিনি গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ৫টি জোনের বর্তমান উন্নয়ন পরিস্থিতি, চলমান প্রকল্প ও ICGIAP এর কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং নির্ধারিত প্রশ্ন-উত্তর পর্বে জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। উপস্থিত সকলের জন্য প্রশ্ন-উত্তর পর্ব উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। উপস্থিত সকলে মাননীয় মেয়রকে বিভিন্ন বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেন এবং সকলে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় মেয়র মহোদয় জনতার বিবিধ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর প্রদান করেন। নিম্নে প্রশ্ন-উত্তর পর্বের বিশেষ কিছু অংশ দেওয়া হলোঃ-

প্রশ্ন ১ঃ মাজুখান এলাকায় পানি নিষ্কাশনে ভয়াবহ অবস্থা। পূর্ব পাড়ে বাজার উত্তরবাড়ী পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত রাস্তা ঘাট দোকান, বাড়ী ঘড়ে হাটু পানি হয়ে থাকে। স্কুল কলেজে লেখাপড়া বিঘ্ন ঘটে, এ ব্যপারে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না এবং আসন্ন বর্ষা আসার পূর্বে এর কোন সমাধান হবে কিনা?

মেয়র মহোদয়ের উত্তরঃ শুধু এই এলাকায় নয়, গাজীপুরে যেসব এলাকায় পানি নিষ্কাশনে সমস্যা রয়েছে সে সব এলাকায় ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সেই সকল সমস্যা দুর করা হবে। বি এম ডি এফ প্রকল্পের মাধ্যমে এটি সমাধান করার কথা ছিল কিন্ত এটা তখন করা যায়নি। ডিপিপিতে 2nd Phase -এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

প্রশ্ন-২ ঃ বিনোদনের জন্য কোন ওয়ার্ড ভিত্তিক ব্যবস্থা আছে কিনা ? যেমন শিশু পার্ক এবং শিশুদের জন্য খেলার মাঠ। এ ধরনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে কি না? থাকলে কবে নাগাদ বাস্তবায়িত করা হবে ?

মেয়র মহোদয়ের উত্তরঃ সিটি কর্পেরেশনের পক্ষ থেকে বিনোদনের জন্য প্রত্যেক ওয়ার্ডে জমি চাওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ডে সিটি কর্পোরেশনে যে জমি আছে সেই তালিকা পাওয়ার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সেখানে বিনোদনের ব্যবস্থা করা হবে।

প্রশ্ন-৩ঃ পুবাইলে বর্জ্য ব্যবস্থা নিয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হয় নাই অথচ টঙ্গী, গাছা, কোনাবাড়ী এলকার ময়লা এনে পূবাইল এলাকার ভেতরে ফেলা হয় এ কারনে এই এলাকা দূর্গন্ধে মশা মাছির প্রকট বেশী হয় যার ফলে জনজীবনে অসুখ বিসুখের প্রাদূর্ভাব দেখা দেয়। এলাকা থেকে ময়লা আবর্জনা সরানোর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কিনা ?

মেয়র মহোদয়ের উত্তরঃ ডাম্পিং এর জন্য নিজেদের মৌজায় কোন জায়গা নেই, তাই স্থায়ী সমাধানের জন্য বাসনে ১০০ বিঘা জমি ক্রয় করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী বছরে জুন-জুলাই থেকে কার্যক্রমটি শুরু করা যাবে এবং আগামী দিনে একটি আধুনিক মানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা দেখা যাবে।

প্রশ্ন -৪ঃ জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য কোন বাজেট বরাদ্দ আছে কি না ?

মেয়র মহোদয়ের উত্তরঃ আমরা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় ইতোমধ্যেই গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনে বসবাসরত রাষ্ট্রীয় খেতাবপ্রাপ্ত, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাগণের বেলায় ১০০০(এক হাজার) বর্গ ফুট আয়তন পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স মওকুফ করেছি । আমাদের পরিষদ দায়িত্ব নেওয়ার পরে জাতীর এই বীর সন্তানদের নামে প্রত্যেকটি রাস্তার নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থেকে রাস্তার নামকরণে তালিকা চাওয়া হয়েছে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গত বছর ২৬ শে মার্চে তাদের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়েছিল এবারও সেই রকম একটি অনুষ্ঠান করা হবে এবং তাদেরকে সম্মানিত করা হবে।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
গাজীপুর

শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন

প্রশ্ন-৫ঃ মাজুখানে শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ন জায়গা বাদে অন্য কোথায়ও সিকিউরিটি লাইটের কোন ব্যবস্থা নাই এই কারণে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ছিনতাই রাহাজানির মত ঘটনা ঘটে থাকে। এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা আছে কি?

মেয়র মহোদয়ের উত্তরঃ অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও চেষ্টা করে যাওয়া হচ্ছে, এ মুহুর্তে সব জায়গায় বিদ্যুতায়ন করা খুবই কঠিন। ২৫ কোটি টাকার যে প্রকল্পটি আছে সেটি বাস্তবায়িত হলে পর্যায়ক্রমে সকল জায়গায় বিদ্যুতায়ন করা হবে।

প্রশ্ন-৬ঃ সিটি কর্পোরেশনের পূবাইল এই প্রত্যন্ত এলাকায় আধুনিক মানের কোন চিকিৎসা সেবা যেমনঃ- হাসপাতাল বা ক্লিনিক করার কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

মেয়র মহোদয়ের উত্তরঃ ইতিমধ্যে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায় ৪ টি নগর মাতৃসদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জোনের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে যদি জমির ব্যবস্থা করা যায় তাহলে সে সকল ওয়ার্ডে হাসপাতাল বা ক্লিনিক স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাঃ
আসাদুর রহমান কিরণ
মেয়র(ভারপ্রাপ্ত)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন

স্মারক নং জিসিসি/সক/২০১৬-১৭/ ১৬৫ তারিখঃ ২২/০৩/১৭

<u>অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি ঃ</u>

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
২. প্রকল্প পরিচালক, সিটি গভর্নেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি), আরডিইসি ভবন,লেভেল-৮, শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।
৩. জনাব ....সংশ্লিষ্ট সকল ।
৪. একান্ত সচিব, মেয়র,গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন(মাননীয় মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৫. অফিস নথি।

২২/০৩/১৭
আসাদুর রহমান কিরণ
মেয়র(ভারপ্রাপ্ত)
গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন
২২/০৩/১৭